রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
সোমবার, আগস্ট ১৫, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ আগস্ট ২০০৫/৩০ শ্রাবন ১৪১২

নং বাজাসস-সং-১(কমিশন)১০(৭)/২০০৫(২৯৬)।-জাতীয় সংসদ সচিবালয় আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ৮নং আইন) এর ২১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্পীকার, সংসদ সচিবালয় কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ-

প্রথম ভাগ

সাধারণ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।-(১) এই বিধিমালা জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই বিধিমালা নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যতীত সংসদ সচিবালয়ে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) যে সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক; এবং

(খ) যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিযুক্ত।

২। সংজ্ঞা।-(১) বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "কর্মকর্তা বা কর্মচারী" বলিতে সংসদ সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(খ) "কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারের সদস্য" বলিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ-

(অ) কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহিত বসবাস করেন বা নাই করেন, তাহার স্ত্রী, সন্তান অথবা সৎ সন্তানগণ; এবং

(আ) কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সঙ্গে বসবাসরত এবং সম্পূর্ণভাবে তাহার উপর নির্ভরশীল তাহার নিজের অথবা স্ত্রীর আত্নীয়স্বজন। তবে কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহিত আইনসম্মতভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে এমন স্ত্রী, অথবা এখন আর তাহার উপর নির্ভরশীল নয় অথবা যাহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন এমন সন্তান বা সৎ সন্তান অন্তর্ভুক্ত হইবেন না; এবং

(গ) "সংসদ সচিবালয়" বলিতে জাতীয় সংসদ সচিবালয় আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ৮নং আইন) এর ২(ঠ) ধারায় সংজ্ঞায়িত সংসদ সচিবালয়কে বুঝাইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে কর্মকর্তা বা কর্মচারী মহিলা হন, সে ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১)(খ) এ উল্লিখিত "স্ত্রী" এর স্থলে "স্বামী" কে ধরিতে হইবে।

৩। উপহার।-(১) এই বিধিতে বর্ণিত বিধানের ক্ষেত্র ব্যতীত সংসদ সচিবালয়ের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার (gift) গ্রহণ করিতে পারিবেন না, অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে উহা গ্রহণ করিবার অনুমতি দিবেন না, যাহা গ্রহণ করিলে অফিসের যে কোন ধরনের কাজ করিয়া দিতে তাহাকে উপহারদাতার নিকট কোনরূপ বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করে। তবে যদি উপহার সামগ্রীটি ফেরত প্রদান উপহারদাতার মনঃকষ্টের কারণ হয়, তবে উহা গ্রহণপূর্বক সংসদ সচিবালয়ের নিকট নিষ্পত্তির আদেশের জন্য হস্তান্তর করিতে হইবে।

(২) উপহার গ্রহণের ফলে অফিসের কোন রকম কাজ করিয়া দিতে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উপহারদাতার নিকট কর্তব্য পালনে কোনরূপ বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করিবে কিনা, এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে সংসদ সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কোন বিদেশী সংসদের স্পীকার কিংবা সরকারের প্রতিনিধি কোন উপহার প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপহারদাতাকে কোনরূপ মনঃকষ্ট প্রদান ব্যতিরেকে উহা গ্রহণ না করিবার চেষ্টা করিবেন, অবশ্য তিনি যদি ঐরূপ না করিতে পারেন, তবে উপহার গ্রহণপূর্বক তাহা নিষ্পত্তির আদেশের জন্য সংসদ সচিবালয়কে অবহিত করিবেন।

(৪) সংসদ সচিবালয়ের কোন কর্মকর্তা বিদেশে বা বাংলাদেশের ভিতরে কোন প্রতিষ্ঠান অথবা বিদেশী কোন সরকারের

পদস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বাধিক এক হাজার টাকা মূল্যের উপহার গ্রহণ করিতে পারিবেন। উপহারটি যদি সংসদ সচিবালয়ে অথবা কোন কর্মকর্তার বাসভবনে ব্যবহারযোগ্য হয়, তবে উহা তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে হইবে। উপহারটি যদি ঐরূপভাবে ব্যবহার করা না যায়, তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজে উহা ব্যবহারের জন্য রাখিতে পারিবেন।

৪। বিদেশী খেতাব গ্রহণ।-রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিদেশী কোন উপাধি, পুরস্কার বা ভূষণ (decoration) গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।- এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'রাষ্ট্রপতির অনুমোদন' অর্থ সাধারণ ক্ষেত্রে পূর্ব অনুমোদন এবং যেই ক্ষেত্রে পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের পর্যাপ্ত সময় না থাকে সেইরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে অনুমোদন গ্রহণ বুঝাইবে।

৫। কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সম্মানে গণজমায়েত।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার সম্মানে কোন সভা অনুষ্ঠান অথবা তাহাকে প্রশংসা করাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এইরূপ কোন ভাষণদান অথবা তাহার সম্মানে কোন বিনোদন অথবা আপ্যায়ন অনুষ্ঠান করিতে উৎসাহ প্রদান করিবেন না।

(২) সংসদ সচিবালয় কর্তৃক জারিকৃত কোন সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশের বিধান সাপেক্ষে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহাকে অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে যিনি সাম্প্রতিকালে চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন কিংবা চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং অনানুষ্ঠানিক কোন বিদায় অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন।

৬। কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক তহবিল সংগ্রহ বা চাঁদা আদায়।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে চাঁদা আদায়ে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পূর্ব অনুমতি গ্রহণপূর্বক চাঁদা আদায়ে অংশগ্রহণ নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে করিতে হইবেঃ-

(ক) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তহবিল সংগ্রহের জন্য গঠিত কোন কমিটির সহিত সম্পৃক্ত থাকিলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তিকে কোনরূপ আবেদন করিতে পারিবেন না, যাহা তাহাকে সংসদ সচিবালয় কর্তব্য সম্পাদনে যে কোনভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে ;

(খ) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে চাঁদা আদায়ে জড়াইতে পারিবেন না ;

(গ) তহবিল সংগ্রহ অভিযান সফল করিবার কারণে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অফিসের কাজে অবহেলা করিতে দেখা গেলে শৃংখলা ভংগের অপরাধে তিনি দোষী হইবেন ;

(ঘ) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বেলায় চাঁদা গ্রহণকে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার কিংবা না করিবার সাথে শর্তাধীন করিতে পারিবেন না ;

(ঙ) অফিস চলাকালীন সময়ে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হইতে পারিবেন না এবং ইহা কোনভাবেই তাহার অফিসের কর্তব্য সম্পাদনের বিঘ্ন বা অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিবে না ;

(চ) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তহবিল সংগ্রহ, চাঁদা আদায় এবং দান গ্রহণের সময় কোনরূপ জোর জবরদস্তি অথবা চাপ প্রয়োগ করিবেন না; এবং

(ছ) তহবিল সংগ্রহে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে উহার নিয়মিত হিসাব রাখিতে হইবে এবং সমীক্ষার জন্য উক্ত হিসাব তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে, যিনি প্রয়োজনবোধে উহা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

৭। ঋণ গ্রহণ ও প্রদান।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার আওতাধীন কর্মস্থলে কোন ব্যক্তিকে অথবা যাহার সহিত তাহার অফিস সংক্রান্ত কাজের কোনরূপ সম্পর্ক রহিয়াছে এবং ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবেন না অথবা ঐরূপ ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করিবেন না অথবা ঐরূপ ব্যক্তির সহিত আর্থিক কোন লেনদেনে নিজেকে দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, ব্যাংক অথবা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বাভাবিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজ্য হইবে না।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত সাধারণ বা বিশেষ বিধি-নিষেধ বা শিথিলতা সাপেক্ষে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ বা প্রচলিত অন্য কোন আইন মোতাবেক নিবন্ধনকৃ সমবায় সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বা প্রদান করিতে পারিবেন।

৮। মূল্যবান স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়।-(১) প্রকৃত ব্যবসায়ীর সহিত সরল বিশ্বাসে লেনদেন ব্যতিরেকে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার কর্মস্থলে বসবাস করেন এমন একজন অস্থাবর সম্পত্তির মালিক অথবা ব্যবসা পরিচালনাকারীর সহিত যদি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এর ঊর্ধ্বে মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় অথবা অন্যবিধ উপায়ে হস্তান্তর করিতে চাহেন, তবে উক্ত অভিপ্রায়ের ঘোষণা তাহাকে সচিবের নিকট দিতে হইবে। যেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজেই সচিব হন, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে তাহার উক্ত অভিপ্রায়ের ঘোষণা স্পীকারের নিকট দিতে হইবে। ঐরূপ ঘোষণাকে কি অবস্থায় বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং যে মূল্য প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে অথবা যে মূল্য দাবী করা হইয়াছে উহার পূর্ণ বিবরণ থাকিতে হইবে এবং যেই ক্ষেত্রে বিক্রয় ব্যতীত অন্যবিধ উপায়ে হস্তান্তর করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে হস্তান্তর পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হইবে। অতঃপর ঐরূপ কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ লেনদেন যদি অধঃস্তন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহিত হয়, তবে বিষয়টি তাহার পরবর্তী

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যিনি তাহার কর্মস্থল ত্যাগ করিতে যাইতেছেন, তিনি কর্তৃপক্ষের সহিত কোন যোগাযোগ না করিয়াই তাহার অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকা সাধারণভাবে প্রচার করিয়া হস্তান্তর করিতে পারিবেন অথবা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৯। গৃহনির্মাণ।-কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী গৃহনির্মাণ খরচ মিটানোর প্রয়োজনীয় আর্থিক উৎসের উল্লেখপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করিয়া কোন ব্যবসায়িক বা আর্থিক উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণ করিতে পারিবেন না।

১০। সম্পত্তির ঘোষণা -(১) চাকুরীতে যোগদানের সময় প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাহার নিজ অধিকারভুক্ত অথবা তাহার পরিবারের সদস্যদের দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটিজ, ইনসুরেন্স পলিসি এবং ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা এর অধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ (jewellery) সকল অস্থাবর এবং স্থাবর সম্পত্তির ঘোষণা সংসদ সচিবালয়ে দাখিল করিতে হইবে এবং ঐরূপ ঘোষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিতে হইবেঃ-

(ক) যে জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত উক্ত জেলার নাম;

(খ) পঁচাত্তর হাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রত্যেক প্রকারের স্বর্ণ অলংকারাদি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) সংসদ সচিবালয়ের সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে আরও যে সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়।

(২) প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রতি তিন বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে সম্পত্তির হ্রাস্ বা বৃদ্ধি বার্ষিক বিবরণ সংসদ সচিবালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

১১। চলতি সম্পত্তির (**liquid assets**) হিসাব।-সংসদ সচিবালয়ের চাহিদামত প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার চলতি সম্পত্তির হিসাব দাখিল করিতে হইবে।

১২। ফটকা কারবার ও বিনিয়োগ।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ফটকা কারবারে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন না। যে সমস্ত সিকিউরিটিজ এর মূল্য প্রায়শঃ উঠানামা করে অভ্যাসগত ভাবে এমন সিকিউরিটিজ এর ক্রয় এবং বিক্রয়কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ফটকা কারবার বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজে অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে এমন কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন না যাহা তাহার অফিসের কর্তব্য সম্পাদনে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে বা প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

(৩) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এমন কোন কিছুতে বিনিয়োগ করিবেন না যাহার মূল্যমান এমন কিছু ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে যে তথ্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসাবে তাহার নিকট জ্ঞাত কিন্তু জনসাধারণের নিকট উহা সমভাবে জ্ঞাত নহে।

(৪) কোন সিকিউরিটিজ অথবা বিনিয়োগ উপরে বর্ণিত উপ-বিধিগুলিতে উল্লিখিত প্রকৃতির কি না সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে এই ব্যাপারে সংসদ সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। কোম্পানীর প্রবর্তন এবং ব্যবস্থাপনা।-কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন ব্যাংক অথবা অন্য কোন কোম্পানী স্থাপন, নিবন্ধনকরণ অথবা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ সচিবালয়ের সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশের বিধান সাপেক্ষে কর্মকর্তা বা কর্মচারী ১৯৪০ সালের সমবায় সমিতি আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতি স্থাপন, নিবন্ধনকরণ অথবা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৪। ব্যক্তিগত ব্যবসা অথবা কর্মনিয়োগ।-(১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংসদ সচিবালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে তাহার অফিসের কর্তব্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসায় জড়িত হইতে অথবা কোন চাকুরী বা কর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নন-গেজেটেড কোন কর্মচারী সংসদ সচিবালয়ের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে যে সব ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিবারে শ্রম কাজে লাগানো যায়, এমন ব্যবসা শুরু করিতে পারিবেন এবং যেই ক্ষেত্রে তিনি ঐরূপ ব্যবসা শুরু করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে সম্পদের ঘোষণার সহিত ঐরূপ ব্যবসায়ের পূর্ণ বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।

(২) একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংসদ সচিবালয়ের কাজের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া অবৈতনিকভাবে ধর্মীয় সামাজিক অথবা দাতব্য ধরনের কাজ এবং সাহিত্যধর্মী অথবা শিল্পকর্মের প্রকাশনাসহ সাহিত্য ও শিক্ষাধর্মী অনিয়মিত কাজ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ সচিবালয়ের দৃষ্টিতে এইরূপ কর্ম অনভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইলে, সংসদ সচিবালয় ঐরূপ কাজ হইতে বিরত থাকিতে অথবা পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় সংসদ সচিবালয়ের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে কোন ব্যবসায় জড়িত হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবে না।

(৪) এই বিধি খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্যকলাপ এবং বিনোদনমূলক ক্লাবের সদস্যপদ লাভের বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

১৫। দেউলিয়াত্ব এবং অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা (**Insolvency and habitual indebtedness**)।-একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন। যদি একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে দেউলিয়া সাব্যস্ত অথবা ঘোষণা করা হয় অথবা যদি তাহার বেতনের ক্রোকযোগ্য অংশের সম্পূর্ণটা ঋণের দায়ে প্রায়ই আবদ্ধ থাকে এবং ক্রমাগতভাবে উহা দুই বৎসর ঐরূপ ক্রোকবদ্ধ থাকে, অথবা যে পরিমাণ অর্থের জন্য তাহার বেতন ক্রোক করা হইয়াছে তাহা তিনি সাধারণ অবস্থায় দুই বৎসর সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, তিনি এই বিধি ভংগ

করিয়াছেন-যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, তাহার এই দেউলিয়াত্ব বা ঋণগ্রস্ততা এমন অবস্থার ফলশ্রুতিতে ঘটিয়াছে যাহা তিনি সাধারণ বুদ্ধিবলে পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই অথবা ঐ অবস্থার উপর তাহার কোন হাত ছিল না এবং ঐ অবস্থা কোন অবিবেচনাপ্রসূত বা অপব্যয়ের অভ্যাসজনিত কারণে সৃষ্ট নয়। একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যখন দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করেন অথবা দেউলিয়া সাব্যস্ত বা ঘোষিত হন, তখন সংগে সংগে তাহাকে তাহার দেউলিয়াত্বের বিষয়টি সচিবকে অবহিত করিতে হইবে।

১৬। অফিস সক্রান্ত দলিলাদির বিষয়বস্তু বা তথ্য অন্যের নিকট প্রকাশ।-একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই নিমিত্ত সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে অফিসের কোন দলিলপত্রের বিষয়বস্তু বা তাহার অফিসের দায়িত্ব পালনকালে যে সব তথ্য তাহার হস্তগত হইয়াছে উহা অথবা উক্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তিনি যে তথ্যাদি তৈরী বা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংসদ সচিবালয়, সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তরের সরকারী কর্মচারী বা কর্মকর্তা অথবা বেসরকারী ব্যক্তি অথবা সংবাদ মাধ্যমের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

১৭। সংসদ সদস্যগণের দ্বারস্থ হওয়া ইত্যাদি **(approach to Members of Parliament etc.)**।-কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যাপারে তাহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোন সংসদ-সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারী ব্যক্তির দ্বারস্থ হইবেন না।

১৮। সংবাদপত্র অথবা সাময়িকীর ব্যবস্থাপনা।- কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংসদ সচিবালয়ের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকীর সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বত্বাধিকারী হইতে অথবা পরিচালনা করিতে অথবা উহার সম্পাদনায় বা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১৯। বেতার সম্প্রচার এবং প্রেসের সহিত যোগাযোগ।-কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সচিবের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে অথবা তাহার কর্তব্য পালনের প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া রেডিও অথবা টেলিভিশন সম্প্রচারে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না, অথবা কোন সংবাদপত্রে বা সাময়িকীতে নিজ নামে অথবা ছদ্ম নামে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নামে কোন নিবন্ধ বা পত্র লিখিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সাধারণতঃ এইরূপ অনুমোদন দেওয়া হইবে যদি ঐরূপ সম্প্রচার, প্রবন্ধ বা পত্র কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ন্যায়পরায়ণতা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা অথবা বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুসুলভ সম্পর্ক বা আইন-শৃংখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার বিঘ্ন না ঘটায় বা আদালত অবমাননা, অপবাদ বা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা প্রদান না করেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, ঐরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন হইবেনা যদি উক্ত সম্প্রচার, নিবন্ধ বা পত্র কেবলমাত্র সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান অথবা ক্রীড়া সম্পর্কিত হয়।

২০। সরকারের সমালোচনা এবং বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে তথ্য ও মতামত প্রকাশ।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার নিজ নামে প্রকাশিত কোন লিখিত দলিলে (document) অথবা কোন প্রকাশ্য বিবৃতিতে অথবা রেডিও বা টেলিভিশন অনুষ্ঠানের ভাষণে এমন কোন তথ্য বা মতামত প্রদান করিবেন না, যাহা-

(ক) সরকারের সঙ্গে জনগণের বা কোন শ্রেণী বিশেষের; অথবা

(খ) সরকারের সঙ্গে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরকারকে বিব্রত করিতে পারে।

(২) একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যিনি কোন লিখিত দলিল নিজ নামে ছাপাইতে চাহেন অথবা প্রকাশ্যে কোন উক্তি করিতে চাহেন অথবা রেডিও বা টেলিভিশনে বিবৃতি দিতে চাহেন যাহার বিষয়বস্তু উপ-বিধি(১)-এ আরোপিত বাধা-নিষেধের আওতায় পড়িতে পারে বলিয়া সন্দেহের উদ্রেক হয়, সে ক্ষেত্রে যে লিখিত দলিল তিনি ছাপাইতে চাহেন অথবা যে উক্তি তিনি প্রকাশ্যে করিতে চাহেন অথবা যে বিবৃতি তিনি রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রদান করিতে চাহেন, উহার খসড়া সচিবের নিকট দাখিল করিবেন এবং সচিবের অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং সচিব যেরূপ সংশোধনের নির্দেশ দিবেন ঐরূপ সংশোধন ছাড়া উক্ত লিখিত দলিল ছাপাইবেন না অথবা উক্ত উক্তি করিবেন না অথবা রেডিও বা টেলিভিশনে উক্ত বিবৃতি প্রদান করিবেন না।

২১। কমিটির সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রদান।-(১) একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংসদ সচিবালয়ের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন সরকারী কমিটির (Public Committee) সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ঐরূপ সাক্ষ্য প্রদানের সময় সরকারের নীতি বা সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিবেন না।

(৩) এই বিধি সংবিধিবদ্ধ কমিটিসমূহ (Statutory Committees) যাহার হাজির করাইবার এবং জবাবদানে বাধ্য করিবার ক্ষমতা আছে ঐরূপ কমিটি এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২২। রাজনীতিতে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বাংলাদেশে অথবা বিদেশে কোন রাজনৈতিক দলের বা উহার অংগ সংগঠনের সদস্য হইতে বা অন্য কোনভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না, অথবা কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিতে বা অন্য কোনভাবে সহযোগিতা করিতে পারিবেন না।

(২) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার তত্ত্বাবধানাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের প্রচলিত কোন আইনে সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ বলিয়া গণ্য হয়, এইরূপ কোন আন্দোলনে বা কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিতে বা যে কোন উপায়ে সহযোগিতা করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বাংলাদেশে কিংবা অন্যত্র কোন আইন সভার (Legislative body) নির্বাচনে বা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে বা অন্যবিধভাবে হস্তক্ষেপ করিতে বা প্রভাব খাটাইতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যাহার ঐরূপ নির্বাচনে ভোট প্রদানের যোগ্যতা আছে তিনি তাহার ভোটের গোপনীয়তা ভঙ্গ না করিয়া ভোটদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা দেন অথবা অন্য কোনভাবে আইন সভার (Legislative body) নির্বাচনে নিজেকে প্রার্থী হিসাবে বা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা দেন অথবা অন্য কাহাকেও অদ্রূপ ঘোষণা দিতে অনুমতি দেন, তিনি উপ-বিধি (৩)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ঐরূপ সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪)-এর বিধানাবলী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নির্বাচনের বেলায় যতটা প্রযোজ্য তাহা একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেলায় বর্তমানে বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন, অথবা কোন আদেশমতে ঐরূপ নির্বাচনে তাহার প্রার্থী হওয়ার আবশ্যকতার বা প্রার্থী হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্র ব্যতীত প্রযোজ্য হইবে।

(৬) কোন আন্দোলন বা কার্যকলাপ এই বিধির আওতায় পড়ে কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে সংসদ সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২৩। সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রচারণা।-কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এমন কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত প্রচার অথবা সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ বিতর্কে অংশগ্রহণ অথবা এমন কোন সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব করিতে পারিবেন না-যাহা কর্তব্য সম্পাদনে তাহার ন্যায়পরায়ণতায় বিঘ্ন ঘটাইতে পারে অথবা প্রশাসনকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলিতে পারে, অথবা বিশেষ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বা সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বা অপ্রীতিকর মনোভাবের সৃষ্টি করিতে পারে।

২৪। স্বজনপ্রীতি, প্রিয়তোষণ এবং অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্তকরণ (vicitimization) ইত্যাদি।- কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী আঞ্চলিকতা ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা, প্রিয়তোষণ, বেআইনীভাবে ক্ষতিগ্রস্তকরণ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না।

২৫। মহিলা সহকর্মীদের প্রতি আচরণ।-কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী মহিলা সহকর্মীদের প্রতি কোন প্রকারে এমন কোন ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করিতে পারিবেন না, যাহা অনুচিত ও দাপ্তরিক শিষ্টাচার বিহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হয় এবং মহিলা সহকর্মীদের মর্যাদার হানি ঘটায়।

২৬। স্বার্থের দ্বন্দ্ব -(১) যখন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজ দায়িত্ব পালনকালে দেখিতে পান যে-

(ক) কোন কোম্পানী বা ফার্ম বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তি সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা কোন নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ রহিয়াছে এমন যে কোন বিষয় তাহার বিবেচনাধীন আছে; অথবা

(খ) উক্তরূপ কোম্পানী, ফার্ম ব্যক্তির অধীনে তাহার পরিবারের কোন সদস্য বা কোন নিকটাত্মীয় কর্মরত আছেন; তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি তিনি নিজে বিবেচনা না করিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

ব্যাখাঃ এই বিধির উদ্দেশ্যে পরিবার ও নিকটাত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে-স্ত্রী/স্বামী, পিতা-মাতা, পুত্র,কন্যা, ভাই, বোন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি।

(২) কোন সরকারী কর্মচারীর স্বামী/স্ত্রী যদি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হন্য বা কোন প্রকারে কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত হন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী অবিলম্বে লিখিতভাবে সে সম্পর্কে সংসদ সচিবালয়ে রিপোর্ট করিবেন।

২৭। কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক তাহার সরকারী কার্যকলাপ বা আচরণের যথার্থতা প্রতিপাদন।-(১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংসদ সচিবালয়ের পূর্বঅনুমোদন ব্যতিরেকে তাহার কার্যকলাপ বা আচরণ সম্পর্কে মানহানিকর আক্রমণের বিরুদ্ধে উহার যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য কোন আদালতের বা সংবাদপত্রের আশ্রয় নিতে পারিবেন না। পূর্বঅনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছে এই ধরনের ক্ষেত্রে সংসদ সচিবালয় সাধারণতঃ মামলার ব্যয়ভার বহন করিবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নিজ খরচায় মামলা দায়ের করিবার অনুমতি দিবে। নিজ খরচায় মামলা দায়েরের অনুমতিপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার অনুকুলে রায়প্রাপ্ত হন, তবে সংসদ সচিবালয় উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে মামলায় ব্যয়িত খরচের সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধ করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধির কোন কিছুই কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ বা আচরণ সম্পর্কে আইনে আশ্রয় গ্রহণের অধিকারকে সীমিত বা অন্যবিধভাবে ক্ষুন্ন করিবে না।

২৮। চাকুরীজীবি সমিতির সদস্য।-সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা উহার যে কোন শ্রেণীর কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রতিনিধিত্ব করে অথবা পতিনিধিত্ব করে বলিয়া মনে হয় এমন কোন প্রতিনিধিত্বশীল সমিতি নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ না করিলে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত সমিতির সদস্য, প্রতিনিধি অথবা নির্বাহী হইতে পারিবেন না, যথাঃ-

(ক) সমিতির সদস্যপদ এবং ইহার কর্মকর্তাগণ কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং উহা ঐ নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত সকল কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর জন্য উন্মুক্ত থাকিবে;

(খ) সমিতি কোন অবস্থাতেই এমন কোন সমিতির সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে না অথবা এমন কোন সমিতিসমূহের ফেডারেশনের শাখারূপে অন্তর্ভুক্ত হইবে না যাহা উপ-বিধি (ক)-এর শর্তসমূহ পূরণ করে না;

(গ) সমিতি কোন অবস্থাতেই কোন রাজনৈতিক দল অথবা সংস্থার সহিত জড়িত হইবে না অথবা কোনরূপ রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হইতে পারিবে না;

(ঘ) এই সমিতি-

(অ) সংসদ সচিবালয়ের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ ব্যতীত কোন সাময়িকী প্রকাশনা বা পরিচালনা করিবে না,

(আ) সংসদ সচিবালয়ের পূর্বঅনুমোদন ব্যতিরেকে সমিতির সদস্যদের পক্ষে কোন নিবেদনমূলক বক্তব্য (Representation) সংবাদ মাধ্যমে বা অন্যত্র প্রকাশ করিতে পারিবে না।

(ঙ) এই সমিতি বাংলাদেশে অথবা অন্যত্র কোন আইন সভার (Legislative body) অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কোন নির্বাচনে-

(অ) প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনের কোন ব্যয়ভার বহন বা প্রদান করিতে পারিবে না; অথবা

(আ) এইরূপ নির্বাচনে কোনভাবেই কোন প্রার্থীকে সমর্থন করিতে পারিবে না; অথবা

(ই) এইরূপ নির্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্তির ব্যাপারে অথবা প্রার্থী মনোনয়নে কোন সাহায্য করিতে বা উক্ত ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না; এবং

(চ) এই সমিতি-

(অ) বাংলাদেশে বা অন্যত্র আইনসভার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কোন সদস্যদের ব্যয় নির্বাহ করিতে বা ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে না ; এবং

(আ) শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ. ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের ২৩ নং অধ্যাদেশ)-এর আওতায় নিবন্ধনকৃত কোন ট্রেড ইউনিয়নের ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে না।

২৯। রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন প্রভাব খাটানো।-কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবী আদায়ের সমর্থনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংসদ সচিবালয় অথবা ইহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন প্রভাব খাটাইতে বা খাটানোর চেষ্টা করিতে পারিবেন না।

৩০। সরকারী সিদ্ধান্ত, আদেশ ইত্যাদি।-কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী-

(ক) সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ পালনে জনসম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করিতে বা যে কোন প্রকারে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা করিবার জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করিতে পারিবেন না ;

(খ) সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে জনসম্মুখে কোন অসন্তুষ্টি বা বিরক্তি প্রকাশ অথবা অন্যকে তাহা করিবার জন্য প্ররোচিত করিতে অথবা কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে বা অন্যকে প্ররোচিত করিতে অথবা কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে বা অন্যকে অংশগ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করিতে পারিবেন না ;

(গ) সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিলের জন্য অনুচিত প্রভাব চাপ প্রয়োগ করিতে পারিবেন না ; এবং

(ঘ) সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি, ভুল বুঝাবুঝি বা বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতে বা সৃষ্টির জন্য অন্যকে প্ররোচিত করিতে বা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৩১। বৈদেশিক মিশন এবং সাহায্যদাতা সংস্থার নিকট তদবির।-কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার নিজের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদেশী কোন রাষ্ট্র ভ্রমণের আমন্ত্রণ সংগ্রহ অথবা বিদেশে প্রশিক্ষণ অথবা অন্য কোন সুবিধা লাভের জন্য কোন বৈদেশিক মিশন অথবা সাহায্যদাতা সংস্থার নিকট কোন তদবির করিতে পারিবেন না।

৩২। বিধিমালা লঙ্ঘন।-এই বিধিমালার যে কোন বিধির লঙ্ঘনকে সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০০৫-এর অধীন অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ঐরূপ লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে উল্লিখিত বিধিমালা অনুযায়ী তিনি নিজে শৃঙ্খলামুলক শাস্তির জন্য অভিযুক্ত হইবেন।

৩৩। এই বিধিমালা কোন আইন ইত্যাদি খর্ব করিবে না।-এই বিধিমালার কোন কিছুই কর্মকর্তা বা কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কিত বর্তমানে বলবৎ কোন আইনের বিধান প্রয়োগকে খর্ব করিবে না।

৩৪। রহিতকরণ, ইত্যাদি।-এই বিধিমালা যে সকল ব্যক্তির বেলায় প্রযোজন্য তাহাদের ক্ষেত্রে The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 যতটা প্রযোজ্য হইত ততটা রহিত করা হইল, তবে এইরূপ রহিতকরণ ঐ বিধিমালার অধীনকৃত কোন কার্য অথবা দন্ডভোগকে প্রভাবান্বিত করিবে না।

স্পীকারের আদেশক্রমে
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তালুকদার
সচিব।